সংবাদ

তারিখ 16 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

রংপুরে সমাজকল্যাণ বিদ্যাবিথী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

অধ্যক্ষকে অপসারণ ও তার নিয়োগ অবৈধ ঘোষণার দাবিতে আদালতে মামলা

গণশুনানি ৮ ফেব্রুয়ারি

জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর

রংপুরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজ কল্যাণ বিদ্যাবিথী স্কুল অ্যান্ড কলেজে সব আইন ও বিধিবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অবৈধভাবে নাহিদ ইয়াসমিন অধ্যক্ষ পদ হাতিয়ে নেয়ার ঘটনায় ওই নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করে তাকে অপসারণে রংপুরের যুগ্ম জেলা আদালত-১ এ প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি দায়ের করেছেন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বিশিষ্টজনরা। বিজ্ঞ আদালত শুনানি শেষে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন।

দৈনিক সংবাদে ওই কলেজের অধ্যক্ষের অনিয়মসহ বিভিন্ন অভিযোগে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর সমাজ কল্যাণ বিদ্যাবিথী স্কুল অ্যান্ড কলেজের আশপাশের অধিবাসী বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক শিক্ষক জিয়াউল হক সেবু, সাবেক কাউন্সিলরসহ বিশিষ্টজনরা দায়ের করা মামলায় বিবাদী করেছে ওই স্কুল অ্যান্ড কলেজের অবৈধভাবে নিয়োগ পাওয়া নাহিদ ইয়াসমিন, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, শিক্ষা সচিব, চেয়ারম্যান স্কুল পরিচালনা কমিটি।

মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে– ১৯৬২ সালে রংপুর নগরীর সেনপাড়া এলাকায় নারী শিক্ষার বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। আবেদনকারী আবদুল আউয়ালের বাবাসহ এলাকার বিশিষ্টজনরা স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০২ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষের পদ শূন্য হলে আলোচনা করে প্রাথমিকভাবে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক নাহিদ ইয়াসমিন তার মামা তৎকালীন শিক্ষা সচিব শহিদুল আলমের ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সাময়িকভাবে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের পদটি বাগিয়ে নেন। ওই সময় নাহিদ ইয়াসমিনের চেয়ে সিনিয়র অন্তত ৭ জন শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের পদটি দখল করেন। পরে তার মামা শিক্ষা সচিবের প্রভাব খাটিয়ে সব নিয়মনীতি, আইন-কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় কোন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে গোপনে রংপুর থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে লোক দেখানো নিয়োগ কার্যক্রম দেখিয়ে অধ্যক্ষের পদ বাগিয়ে নেন। অথচ নাহিদ ইয়াসমিন শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা কিংবা সিনিয়রিটি কোনটার মধ্যেও তার যোগ্যতা ছিল না। শুধু তাই নয় আইন অনুযায়ী দুটি বিভাগে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত কোন শিক্ষার্থী অধ্যক্ষ পদে কোন অবস্থাতেই আবেদন করতে পারেন না, নিয়োগ পাওয়া তো দূরের কথা। অথচ নাহিদ ইয়াসমিন এসএসসি ও এইচএসসি দুটি বিভাগেই তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এমন অবস্থাতে তার নিয়োগ কার্যক্রম পুরোটাই অবৈধ এবং আইনবহির্ভূত। এছাড়া অধ্যক্ষ পদ হাতিয়ে নেয়ার পর দুর্নীতির মাধ্যমে নিজের নাম এমপিওভুক্ত করে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বেতন গ্রহণ করছেন। এছাড়াও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এমন অবস্থায় তার নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করে অপসারণ করার জন্য আদালতে আবেদন করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে মামলা দায়েরকারী আবেদনকারীদের আইনজীবী সিনিয়র অ্যাডভোকেট আবদুস সোবহানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।